প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম: **"সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ"।**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

ক। নাম	মোঃ মামুন কবীর
খ। পদবী	উপজেলা সমবায় অফিসার
গ। কর্মস্থল	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
ঘ। ফোন	১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ ।
	২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ ।

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পঞ্চগড় জেলা একটি খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলা। এই জেলার কৃষকগণ জাতীয় অর্থনীতে অবদান রাখলে বৃহত্তম বাজারের দুরুত্ব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে উচ্চ মূল্যে বাজারের সাথে সমবায় সমিতির লিংঙ্ক স্থাপন করে "সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ" করা হয়।

৪। প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

বিগত ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন"** প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা যায় সমিতির সদস্যগণ বৃহত্তম বাজারের দুরুত্ব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। যেখানে ঢাকার বাজারে গ্রীস্মকালীন টমেটো ১০০.০০ টাকা অন্যদিকে অত্র এলকার কৃষকগণ ৫০.০০ মন বিক্রি করতে পারছেন। অনেক সময় তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ফেলে দেন। বিষয়টি আমার কাছে কষ্ট দেয় এবং উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে **"সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ"** নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

মুল সমস্যা :	সমস্যার মূল কারণ:	সমস্যার প্রভাব:
☑ পঞ্চগড় সদর উপজেলার ৩১৪টি সমবায় সমিতির প্রায় ৩৬,০০০ হাজার সদস্য তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অ-কৃষি পন্যে বিপনন সুবিধার অভাবে এবং মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব এর কারণে ন্যায্য মূল্য পান না; ☑ স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের সীমাবদ্ধতা; ☑ প্রশিক্ষনের অভাব;	☑ **অধিক খাদ্য উৎপাদক;** ☑ **এককভাবে পণ্য বিক্রয়;** ☑ **উচ্চ মূল্য বাজারের দুরুত্ব** ☑ **বাজারজাতকরণের অজ্ঞতা** ☑ **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব।**	☑ ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় উৎপাদক কৃষকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; ☑ অধিক পরিমানে পণ্য উৎপাদন হলে অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রি করতে না পারায় উৎপাদিত ফসল ফেলে দিতে হয়; ☑ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং জাতীয় অর্থনীতে প্রভাব ফেলে।

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

- সমবায় সমিতির সদস্যদের বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমবায় সমিতির ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপন/আর্ন্ত: সমবায় বানিজ্যিক সংযোগ স্থাপন;
- সমবায় সমিতির সাথে স্থানীয় ও ঢাকাসহ দেশের বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা;
- সমিতির মাধ্যমে কর্মচারীদের সদস্যদের উৎপাদিত পন্য সমিতিতে আনয়ন, সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরণ এবং সদস্যদের ন্যায্য মূল্য প্রদান।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

সমগ্র পঞ্চগড় সদর উপজেলা ব্যাপী।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

২টি সমবায় সমিতির ৯৫০২ জন সমবায় সমিতির সদস্য।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

৯৫০২ জন।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

	গ্রীস্মকালীন টমেটো বিক্রি	তিল	প্রকল্প গ্রহণের পর মোট বিক্রি
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৫০.০০ টাকা প্রতি মন	৪০০.০০ টাকা প্রতিমন	১। গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে ১,৬৬,০০০ মে:টন গ্রীস্মকালীন টমেটো ঢাকাসহ মোট ১৭টি জেলার আড়ৎ এ বিক্রি করা হয়েছে। ২। কৃষ্টি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে চীন, কোরিয়া ও ভারতে মোট ৯০ কোটি ১০ লক্ষ টাকার তিল রপ্তানী করা হয়েছে।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৪০০.০০ টাকা প্রতিমন	১২০০.০০ টাকা প্রতিমন	
মোট পার্থক্য	৪৫০.০০ টাকা বেশী	৮০০.০০ টাকা প্রতিমন বেশী	

ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল	➢ ২টি সমবায় সমিতির ৯৫০২ জন সমবায় সমিতির সদস্য ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন। ➢ সমবায় সমিতির প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ বেড়েছে। ➢ **এই প্রকল্পের সফলতায়** সমবায় অধিপ্তর হতে পণ্য বাজারজাত করণের অনলাইন সফটওয়ার(ই-কমার্স) প্রস্তুত করার জন্য "সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড" হতে অর্থ পাওয়া গেছে। যা সারাদেশে উৎপাদকগণ উপকৃত হবে। ➢ **সমবায় সমিতিগুলোর মাঝে ই-কমার্স চালু হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে;**

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

ক। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে।

খ। সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয় হতে গঠিত মূলধণের ব্যবহার।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব	মধ্যস্বত্বভোগীদের অনেককে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে।
খ) **ঢাকাসহ বিভিন্ন আড়ৎদারদের সাথে যোগাযোগ;**	প্রথমে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে ঢাকাসহ বিভিন্ন আড়ৎদারদের সাথে যোগ করেছি। পরবর্তীতে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে লিঙ্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছে।
গ) সমবায় সমিতির ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপন দেয়া;	সমিতির অর্থায়নে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

দেশের সকল সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে ই-কর্মাস ওয়েব সাইড প্রস্তুত করে, তা সোসাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রোমোট করা;

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সমবায় ভিত্তিতে বাজারজাত করা হলে উৎপাদকগণ ন্যায্য মূল্য পান;

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় তা হলে কিভাবে)

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। দেশের সকল সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে ই-কর্মাস ওয়েব সাইড প্রস্তুত করে, তা সোসাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রোমোট করা;

মন্তব্য:

অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে এবং সমবায় সমিতির সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরফলে সমবায় সমিতিগুলোর মাঝে ই-কমার্স চালু হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে;

উপসংহার:

বর্তমানে সকলেই ঘরে বসেই কেনাকাটা করতে চান। অন্যদিকে ঢাকাসহ দেশের বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ উৎপাদকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে **ই-কমার্স এবং** বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিঙ্ক স্থাপন করে দেয়া হলে গ্রামের উৎপাদকগণ ন্যায্য মূল্য পেয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

অংশীজন	ভূমিকা
১। ঢাকার কাওরান বাজার আড়ত সমবায় সমিতি	পঞ্চগড় জেলার সমবায় সমিতির পণ্য চুক্তিমাধ্যমে পন্য ক্রয় করা;
২। geeksntechnology.com (সফটওয়ার কোম্পানী)	স্বল্প মূলে সমিতির ই-কর্মাস ও ওয়েব সাইড প্রস্তুত এবং দেশে বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;
৪। মার্কেটিং অফিসার, পঞ্চগড়	বিভিন্ন মার্কেটের আড়তদারে সাথে যোগাযোগে সহযোগিতা করা;
৫। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ	সমিতির সদস্যদের সব ধরণের সমস্যার উপর সহযোগিতা প্রদান করেন।

প্রকল্প সংক্রান্ত ছবি

সমিতির নিজস্ব ব্যান্ডের তিলের বস্তা যা ইতোমধ্যে চীনে ৯২০ মে:টন রপ্তানী করা হয়েছে।

সদস্যদের উৎপাদিত তিল প্রোসেসিং

সমিতির তিল রপ্তানী প্রক্রিয়া কারখানা

তিল রপ্তানীর ডেলিভারী নেয়ার জন্য চীন দেশের প্রতিনিধি

সমিতির www.kristee.org নিজস্ব ওয়েব সাইড উদ্বোধন করেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাবেক মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

গ্রীস্মকালীন টমেটো